

**REGIONAL NEWS UNIT  
ALL INDIA RADIO, AGARTALA**

**Date: 13-04-2025**

**Time: 07:55-08:05 PM Hrs**

**BENGALI EVENING BULLETIN**

---

**Headlines :**

- (১) আগামীকাল চৈত্র সংক্রান্তি | ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শেষ দিন নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি চলছে সর্বজ্ঞ।
- (২) ফুল বিজুর মধ্যে দিয়ে আজ থেকে শুরু হলো চাকমা জনগোষ্ঠীর বিজু উৎসব।
- (৩) কিল্লা ইলকের পিত্রায় হাড়ি বইসু তের বা উৎসবের সূচনা করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেজিডি নাল্লু।
- (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভারতের সমবায় খাতে উন্নেখ্যোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

\*\*\*\*\*

**Naba barsha:**

বাংলা নতুন বছর ১৪৩২ সালকে স্বাগত জানাতে রাজ্যেও প্রস্তুতি চলছে। আগামীকাল চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে দিয়ে বিদায় হবে ১৪৩১ বঙ্গাব্দের। সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের গ্রিতিহ মণ্ডিত বিজু, বৈসু উৎসবের আয়োজন চলছে। আগরতলায় চৈত্র সেলে কেনাকাটায় শহরে ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

\*\*\*\*\*

**Chaitra Sale:**

চেত্র সেলের শেষ লগ্নে সারা রাজ্যে দোকানপাট, রাস্তাঘাট কেনাবেচায় মারুষের  
ভিড়ে জমজমাট। এই নিয়ে শুনুন একটি প্রতিবেদন.....

#####BYTE Rahul#####

\*\*\*\*\*

### Festival:

আজ থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে গ্রতিহ্বাহী ফসল কাটার উৎসব পালিত  
হচ্ছে। পাঞ্জাবে 'বৈশাখী', কেরালায় 'বিশু', আসামে 'বোহাগ বিহু' হিসাবে পালিত  
হয়। তামিলনাড়ুতে 'পুথান্তু' হিসেবে পালন করা হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম,  
উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উপলক্ষে  
জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

\*\*\*\*\*

### Festival-State:

গড়িয়া গাজন, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট  
জনেরা রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেজিড নাল্লু শুভেচ্ছা বার্তায় জানান, 'বাংলা ক্যালেন্ডারের  
প্রথম দিনটি হলো পঝলা বৈশাখ গ্রতিহগতভাবে নববর্ষের প্রথম দিন বাঙালিরা  
শুভ নববর্ষ বলে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।' রাজ্যপাল আশা  
প্রকাশ করেন এই দিনটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য আনন্দ, ভালবাসা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি  
এবং সৌভাগ্যবোধ বয়ে নিয়ে আসবে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা শুভেচ্ছা বার্তায়  
বলেন, 'চিরাচরিত এই উৎসব উদযাপন আমাদের চিরায়ত গ্রতিহ্বের এক-

একটি ধারা। বাংলা নতুন বছর সকল রাজ্যবাসীর জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসুক।

এডিসি'র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা ও মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া গড়িয়া-গাজন ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে পৃথক পৃথক বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

\*\*\*\*\*

### **Jitendra Choudhury:**

বিজু, বিহু, বিসু, গড়িয়া পূজা, গাজন, চৈত্র সংক্রান্তি এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এক বার্তায় তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকলেও পার্বণ পালনে সকলেই একসূত্রে গাঁথা। এই উৎসব শুধুমাত্র সংস্কৃতির পরিচয় নয়, বরং পারম্পরিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

\*\*\*\*\*

### **Biju Festival in South:**

ফুল বিজুর মধ্যে দিয়ে আজ থেকে শুরু হলো চাকমা জনগোষ্ঠীর বিজু উৎসব। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজারের মহকুমার দেবীপুর, বীরচন্দ্রমন্ডি, বিলোনিয়া মহকুমার গাবুরছড়া ও সাক্রমের চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষজনেরা উৎসাহের সঙ্গে পালন করছেন বিজু উৎসব। আগামীকাল মূল বিজুর এবং মঙ্গলবার বর্ষবরনের আনন্দে মেতে উঠবেন চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ।

\*\*\*\*\*

### **Governor:**

গড়িয়া উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আজ হাড়ি বইসু তের অনুষ্ঠিত হয়। গোমতি জেলার কিল্লা রাজকের পিটায় আয়োজিত এই তের বা উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেজিড নাল্লু বাবা গড়িয়ার আগমনের আগে প্রতিবছরই এই দিনেই হাড়ি বইসু তের বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পিটায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, আগামী ২১শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের গৃতিহ্বাহী গড়িয়া উৎসব।

\*\*\*\*\*

### **Jalianoyalabag:**

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের প্রতি শুন্দা নিবেদন করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে, রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি মুর্ম, ১৯১৯ সালের আজকের দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁদের আত্মত্যাগ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছিল। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর বলেন, ভারত চিরকাল তাঁদের সাহসের কাছে ঝণী থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, আগামী প্রজন্ম সবসময় শহীদদের অদম্য ইচ্ছান্তিকে স্মরণ করবে।

\*\*\*\*\*

### **Amit Shah:**

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী'র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারে সমবায় মন্ত্রক সৃষ্টির পর থেকে ভারতের সমবায় খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আজ ভূপালে রাজ্যস্তরীয় সমবায় সম্মেলনে শ্রী

শাহ, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি এবং পশুপালনকে একীভূত করেছে তার উপর জোর দেন। শ্রী শাহ প্যাকস-এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, প্যাকস ২০টিরও বেশি রাজ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদান করা হচ্ছে।

#####BYTE Amit Shah#####

শ্রী শাহ বলেন, ২.৫ একরের কম জমির মালিক ছোট কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। নতুন চালু হওয়া 'বীজ সমবায়' তাঁদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করবে।

\*\*\*\*\*

### PM:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আন্তর্দেশ করে জয়ন্তী উপলক্ষে আগামীকাল হরিয়ানা সফর করবেন। তিনি আগামীকাল সকালে হিসারে যাবেন এবং হিসার থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে একটি বাণিজ্যিক উড়ানের সূচনা করবেন এবং হিসার বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী যমুনানগরে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং সমাবেশে ভাষণ দেবেন। শ্রী মোদি যমুনানগরে দীনবন্ধু ছোট রাম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৮০০ মেগাওয়াট আধুনিক তাপবিদ্যুৎ ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

\*\*\*\*\*

### Nitin Garkari:

কেন্দ্রীয় সরকার, উত্তর-পূর্ব এবং সীমান্ত প্রান্তের গুরুত্ব দিয়ে সারা দেশে হাইওয়ে শক্তিশালী করতে আগামী দুই বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ

করার পরিকল্পনা করছে। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সান্ধানকারে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, সরকার উত্তর-পূর্বে পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ২১ হাজার ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি আনুমানিক তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৮৪ টি হাইওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। শ্রী গড়করি জানান, উত্তর-পূর্বে এই বছরেই প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ করবে।

\*\*\*\*\*

### **BJP/Kumarghat:**

বিজেপি'র উদ্যোগে আজ উনকোটি জেলার কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটরিয়ামে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিবিধ কল্যাণমুখী কর্মধারার কথা উল্লেখ করেন। বক্তব্য রাখেন, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, উনকোটি জিলা পরিষদের সহকারী সভাপতি সন্তোষ ধর প্রমুখ।

\*\*\*\*\*

### **Press-Meet:**

বিজেপি'র কৈলাশহরস্থিত জেলা কার্যালয়ে আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন, দলের জেলা সভাপতি বিমল কর, জেলা সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইন'কে সমর্থন করে এটি জনস্বার্থে করা হয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। বিরোধীদলগুলো এই আইন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন।

\*\*\*\*\*

### **Wokf bill support:**

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিবাদন জানিয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য কনভেনার জহির হোসেন জানান, সংশোধনী আইনের মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের ক্ষমতায়ন বাঢ়বে। এছাড়া ওয়াকফ বোর্ডের স্বচ্ছতা আসবে।

\*\*\*\*\*

### **Weather:**

আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের উত্তর, উনকোটি, ধলাই, খোয়াই, এবং পশ্চিম জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঘন্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ে হওয়া বয়ে যাওয়ার সর্তকতা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি পর্যায়ে বৃষ্টিপাতের স্মৃতাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

\*\*\*\*\*

### **First Division:**

ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সন্তোষ ট্রফি ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আজ তিনটি খেলা হয়। নরসিংগড়ের টিআইটি মাঠে শতদল সংঘ ১০ উইকেটে পোল্স্টার ক্লাবকে, মেলাঘরের মাঠে মৌচাক ক্লাব ২৫ রানে চলমান সংঘকে এবং নরসিংগড়ের পিটিএ মাঠে কসমোপলিটন ক্লাব ১৮৪ রানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করে।

\*\*\*\*\*

## **Under 15 Cricket:**

টিসি পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক অনুধর্ব ১৫ বছরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আজ মোট ছয়টি খেলা হয়। তেলিয়ামুড়ার মাঠে খোয়াই ৯ উইকেটে জিরানীয়াকে, বিশালগড়ের মাঠে সদর-বি ১৯৪ রানে কাঞ্চনপুরকে, উদয়পুরের মাঠে সদর-এ ১৭১ রানে মোহনপুরকে, বিলোনীয়ার মাঠে সোনামুড়া ২১২ রানে গন্ধাচ্ছড়াকে, শান্তিরবাজারের মাঠে উদয়পুর ৮ উইকেটে অমরপুরকে এবং সাক্ষমের মাঠে শান্তিরবাজার ৩৮ রানে বিলোনীয়াকে পরাজিত করে।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*